পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ
মহাকরণ, কলিকাতা-৭০০ ০০১

পত্রাংক নং:- ২১৭২-বি.সি.ডব্লু
৬এম-০২/২০১০

তাং:- ২১/-৬/২০১০

জ্ঞাপন পত্র

বিষয়:- "ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদ পুরস্কার"

ঊনবিংশ শতাব্দীতে তপশীলি জাতির মানুষদের আর্থসামাজিক উন্নয়ণে ঠাকুর হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ঠাকুর হরিচাঁদ এবং গুরুচাঁদ-এর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ,তপশীলি জাতিভুক্ত মানুষ যাঁরা তপশীলি জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের জন্য রাজ্যস্তরে "ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদ" নামাঙ্কিত একটি পুরস্কার প্রবর্তিত হল।

বিশদ নিয়মাবলী সংলগ্নী হিসাবে গ্রথিত হল।

স্বা: শেখ নুরুল হক্
২১/০৬/২০১০
প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

# পুরস্কার প্রদানের নিয়মাবলী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকজন মহাপুরুষ তপশীলি জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ঠাকুর হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ। এই সংস্কারক ঠাকুর হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ-এর মহান আদর্শকে সামনে রেখে তপশীলি জাতির মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তপশীলি জাতিভুক্ত যাঁরা অগ্রনী ভূমিকা পালন করছেন তাঁদেরকে রাজ্যস্তরে একটি পুরস্কার প্রদান করার বিষয়টি বেশ কিছুকাল যাবৎ সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। বিস্তৃত বিচার ও বিশ্লেষণের পর "ঠাকুর হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ পুরস্কার" নামে ঐ পুরস্কারটি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি রূপায়নের সময় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরন করা হবে:-

১) পুরস্কারের নাম :- ঠাকুর হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ পুরস্কার।

২) বিবেচ্যক্ষেত্র :-

তপশীলি জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিরলস প্রচেষ্টা।

৩) বিবেচিত ব্যক্তির যোগ্যতা :-

বিবেচ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুকরণ যোগ্য ও প্রশংসনীয় সর্বস্বীকৃত অবদান থাকতে হবে।

৪) পুরস্কারের আর্থিকমূল্য ও অন্যান্য সামগ্র :-

পুরস্কারের আর্থিকমূল্য হবে নগদে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা। সংগে একটি তাম্রপত্র ও একটি অংগবস্ত্র।

৫) পুরস্কার প্রদানের সময়ক্রম :-

পুরস্কারটি প্রতি বছর প্রদান করা হবে। তবে কোন বছর পুরস্কারের প্রাপক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যোগ্য বিবেচিত ব্যক্তি না পাওয়া গেলে নির্বাচক মন্ডলীর সুপারিশ অনুযায়ী সেক্ষেত্রে পুরস্কার প্রদান সেই বছরের জন্য রাজ্য সরকার স্থগিত রাখতে পারবেন।

৬) নির্বাচক মন্ডলী :-

পুরস্কারটি প্রাপক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার একটি নির্বাচক মন্ডলী গঠন করবেন। নির্বাচক মন্ডলীর সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ৫-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৭) নির্বাচন পদ্ধতি :-

পুরস্কার প্রাপক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচকমন্ডলী একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন। এই উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে :-

(ক) বিবেচ্য ব্যক্তির নাম পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ।
(খ) নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদের নিজ নিজ সূত্র ব্যবহার এবং
(গ) জেলা প্রশাসন কর্তৃক পাঠানো নাম।

নাম পাঠাবর সময় বিবেচ্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানার সংগে বয়স উল্লেখের পাশাপাশি তাঁর অবদান বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য উল্লেখ করতে হবে। নাম পাঠাবার সময়সারণী নির্বাচকমন্ডলী নির্ধারণ করবেন। নির্বাচকমন্ডলীর কোন সদস্য বিবেচ্য তালিকায় থাকবেন না।

পুরস্কারের জন্য প্রাপ্ত নামের ভিত্তিতে রচিত তালিকাভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয়ক্ষেত্রে অবদানের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করে নির্বাচকমন্ডলী তিনটি নাম সম্বলিত একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠাবেন। এভাবে প্রাপ্ত তালিকা থেকে রাজ্যসরকার পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন।

সাধারণভাবে সার্বিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে নির্বাচকমন্ডলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। একান্তভাবে অপরিহার্য হলে ভোটাধিক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮) পুরস্কার প্রদান বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত বিভাগ :-

এই পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবংগ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ দায়িত্বে থাকবেন এবং প্রতি বছর প্রকল্পটির রূপায়ণের দায়িত্ব অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ অধিকারের উপর ন্যস্ত করবেন।

উপ সচিব
পশ্চিমবংগ সরকার

SANAT KUMAR GHOSH. WBSS.
Deputy Secretary.
Backward Classes Welfare Deptt.
Govt. of West Bengal.